بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

নং: ১৪৩৯-০৬/১১ | সোমবার, ১১ জুমাদিউস সানি, ১৪৩৯ হিজরী | ২৬/০২/২০১৮ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশকে নিয়ে ভারতীয় সেনাপ্রধানের ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য: পিনপতন নীরবতা পালনের মাধ্যমে আবারও হাসিনা সরকার ভারতের প্রতি তার অপরিসীম আনুগত্যের নির্লজ্জ নজির স্থাপন করলো

২২ ফেব্রুয়ারী ২০১৮, ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল বিপিন রাওয়াত একটি সেমিনারে দাবি করে যে, পাকিস্তানের ছায়াযুদ্ধের (proxy war) অংশ হিসেবে চীনের মদদে বাংলাদেশ হতে পরিকল্পিতভাবে স্রোতের মতো অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদেরকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলে প্রবেশ করানো হচ্ছে। (সুত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া; ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮)। বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধান পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত এই বক্তব্য রাজনৈতিক অঙ্গণে ব্যাপক তোলপাড় তৈরি করলেও আমরা অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে, হাসিনা সরকার এই বিষয়ে পিনপতন নীরবতা পালন করে বাংলাদেশ এবং এদেশের মুসলিমদের চরমশত্রু ভারতের প্রতি তার অপরিসীম আনুগত্যের নির্লজ্জ নজির স্থাপন করলো। এমনকি বাংলাদেশ পাকিস্তানের ছায়াযুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে রাওয়াতের এমন আক্রমনাত্মক বক্তব্যকেও বর্তমান শাসকগোষ্ঠী তার লালিত "চেতনার" (মুক্তিযুদ্ধের চেতনা) উপর আঘাত হিসেবে দেখেনি, যার গর্ব তারা সমসময় করে থাকে!

হে বাংলাদেশের মুসলিমগণ! এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই যে, এই শাসকগোষ্ঠী ভারতের স্বার্থে আমাদের জন্য অবিরাম অপমান আর লজ্জা বয়ে আনতে কোন চেষ্টাই বাদ দিবে না। ভারত যত বড় আঞ্চলিক সন্ত্রাসীই হোক না কেন বাংলাদেশের অদম্য সাহসী সেনাবাহিনীর কাছে নাস্তানাবোধ হওয়ার ভয় তারা অন্তরে লালন করে, কিছু বছর পূর্বেও যার প্রমাণ আমরা দেখেছি। এই মুশরিক ভূ-খণ্ড ২০০১ সালে সীমান্তবর্তী রৌমারি ও পাদুয়ায় আমাদের প্যারামিলিটারী ফোর্স বিডিআর (বর্তমান বিজিবি)-এর কাছে লজ্জাজনক পরাজয়ের দুঃসহ স্মৃতি এখনো বয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হাসিনা সরকার তার ভারতীয় প্রভুদের স্বার্থে বাংলাদেশের জন্য যে ক্ষতি বয়ে এনেছে, ভারত নিজে কখনো তা করার কল্পনাও করতে পারতো না। বাংলাদেশকে প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতের আধিপত্যের অধীনস্থ করতে সম্ভব কোন চেষ্টাই তারা বাধ দিচ্ছে না। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় অধীনস্থ হওয়ার পর থেকে এই সরকারের অন্যতম প্রধান এজেন্ডা ছিল আমাদের সেনাবাহিনীর মনোবলকে ধ্বংস করে দেয়া, যা তারা পিলখানা হত্যাকাণ্ডে সহযোগীতার মাধ্যমে আমাদের সামরিক বাহিনীর বুকে ছুরি বসানোর মাধ্যমে অর্জনের চেষ্টা করেছিল। নিকট অতীতেও একটা সময় ছিল যখন ভারতকে প্রধান বহিঃশত্রু বিবেচনা করে আমাদের সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণ এবং প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হতো। কিন্তু, বর্তমানে হাসিনা সরকার এটা নিশ্চিত করেছে যাতে আমাদের সামরিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ভারতকে আর হুমকি হিসেবে দেখা না হয়, এমনকি এই বিদ্বেষপূর্ণ সরকার আমাদের সেনাবাহিনীকে সেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে সম্প্রীতির মত বার্ষিক সামরিক মহড়া সম্পন্ন করতে বাধ্য করেছে, যাদের হাত তাদের ভাইদের রক্তে রঞ্জিত। সুতরাং, কে আর এই প্রত্যাশা করতে পারে এই দালাল সরকার তার প্রভু রাষ্ট্র ভারতের মুশরিক জেনারেলের বিদ্বেষাত্মক বক্তব্যের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিবাদ প্রদর্শন করবে। সুতরাং, হে মুসলিমগণ! আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেই গৌরবোজ্জ্বল খিলাফতে রাশেদাহ্ প্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে যোগ দিন এবং সমর্থন দিন, যা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের আঞ্চলিক মিত্রদের সকল দালালদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিবে এবং এই উম্মাহ্'র হারানো গৌরবকে পুনরুদ্ধার করবে।

হে নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারগণ! আপনাদের জন্য এই বিষয়টি উপলব্দি করার এটাই উৎকৃষ্ট সময় যে, পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী ও মুশরিকদের মদদপুষ্ট শাসকগোষ্ঠীর আনুগত্য শুধুমাত্র ধ্বংস, অসম্মান আর গ্লানি ছাড়া আর কিছুই বয়ে আনবে না, এবং দ্বিতীয় খিলাফতে রাশেদাহ্'র অধীনে জিহাদের ঝান্ডা উড়ানো মাধ্যমেই কেবল সেই গৌরবোজ্জ্বল অতীত, বিজয়গাঁথা এবং নেতৃত্বশীল অবস্থান অর্জন সম্ভব। সুতরাং, **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নিষ্ঠাবান আহ্বানে সাড়া দিয়ে নবুয়্যতের আদলে পরাক্রমশালী খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নুসরাহ্ (সামরিক সহায়তা) প্রদানে দ্রুত অগ্রগামী হন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ.بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (آل عمران: ١٤٩-١٥٠)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি কাফেরদের কথা শোন, তাহলে তারা তোমাদেরকে পেছনে ফিরিয়ে নিবে, তাতে তোমরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে। বরং, আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্যকারী, আর তাঁর সাহায্যই হচ্ছে উত্তম সাহায্য। [সুরা আলি-ইমরান: ১৪৯-১৫০]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ